অ্যাডমিশন ফর্ম পূরণ -এর নির্দেশিকা

আবেদনপত্র পূরণ ঃ

১। এই আবেদনপত্র পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত; যেকোনো শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্রীদের জন্য।
২। আবেদনপত্রের মূল্য ১৫০ টাকা।
৩। আবেদনপত্র পুরণের সময় খেয়াল রাখবেন - প.ব. সরকারের স্কুল শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর নির্দেশিত বয়স অনুযায়ী শ্রেণী নির্ধারিত হবে।
১ জানুয়ারি ২০২৬ অনুসারে বয়স ও তার নির্ধারিত শ্রেণী নিম্নরূপ ঃ
* পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১০ বছরের বেশি এবং ১১ বছরের কম। * ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ১১ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম।
* সপ্তম শ্রেণীর জন্য ১২ বছরের বেশি এবং ১৩ বছরের কম। * অষ্ঠম শ্রেণীর জন্য ১৩ বছরের বেশি এবং ১৪ বছরের কম।
* নবম শ্রেণীর জন্য ১৪ বছরের বেশি এবং ১৫ বছরের কম।

আবেদনপত্রের সাথে যা যা জমা দিতে হবে ঃ

১। সাম্প্রতিক কালে তোলা দুটি পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটোগ্রাফ (একই রকম) দিতে হবে।
২। ছাত্রীর আধার কার্ড ও জন্মগত শংসাপত্রের জেরক্স কপি।
৩। এতিম ছাত্রীদের ক্ষেত্রে পিতা/মাতার মৃত সার্টিফিকেট - এর জেরক্স কপি।

অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ ঃ

১। অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে ০৬/১০/২০২৫ (সোমবার) থেকে।
২। আবেদনপত্রে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত মিশন অফিস থেকে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

১। পরীক্ষা হবে দুটি পর্বের মাধ্যমে। প্রথম পর্ব - লিখিত পরীক্ষা ও দ্বিতীয় পর্ব - মৌখিক পরীক্ষা।
২। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর পরীক্ষা হবে শ্রেণী অনুযায়ী গভঃ প্রদত্ত নির্দিষ্ট সিলেবাসের ভিত্তিতে।
৩। প্রথম পর্বের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের নিয়ে মুল ক্যাম্পাসে মৌখিক পরীক্ষাটি নেওয়া হবে এবং ওই দিনেই অভিভাবক কাউন্সিলিং সম্পন্ন হবে।

পরীক্ষা সূচী ঃ

১। প্রথম পর্বের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ১১/১০/২০২৫, শনিবার (সকল বিষয় একত্রে পূর্ণমান - ১০০, সময় - ২.৩০ ঘন্টা)।
২। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে —
* পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ ১৮/১০/২০২৫, শনিবার (সময় - ১০.৩০ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত)।
* সপ্তম থেকে নবম শ্রেণী ঃ ১৯/১০/২০২৫, রবিবার (সময় - ১০.৩০ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত)।

ফলপ্রকাশ ঃ

১। প্রথম পর্বের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ঃ ১৫/১০/২০২৫, বুধবার
২। কাউন্সিলিং পরবর্তী চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ঃ ২৪/১০/২০২৫, শুক্রবার

সম্পাদকীয় বার্তা

ছাত্র-ছাত্রীর পরিচয় শুধু একটি রোল নাম্বার নয়, নিশ্চয়ই তারা প্রত্যেকেই এক একজন অনন্য শিশু ব্যক্তিত্ব। আর এই প্রতিটি শিশুই অনন্য মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক হিসাবে মহান আল্লাহ্তায়ালা দ্বারা প্রেরিত। একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিটি শিশুর জন্য কখনই সমানভাবে কাজ করতে পারে না, বরং যে যেমনভাবে শিখতে চায় আমাদের তেমনভাবেই শেখাতে হবে। নিশ্চয়ই প্রতিটি শিশুই প্রতিভাবান। আমাদের কাজ হল সেই প্রতিভাকে খুঁজে বের করা ও তার ভিতরে থাকা আগামীর মহীরূহ প্রদীপ শিখাকে জ্বালানো। তবে এই প্রদীপ জ্বালানোর কাজটা অত্যন্ত শক্ত হলেও পথটা কিছুটা চেনা থাকার কারণে এগিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনাদের সকলের দোয়া ও আমাদের মিশন পরিবারের সকলের কঠোর পরিশ্রম-অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে আমরা আরও অনেক দূর যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ্।

কুরআন শরীফের সাত নম্বর সূরার সাথে নাম মিলিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের এই মিশনের নাম, যা একটি উচ্চ নিয়্যত প্রসুত। বর্তমান পৃথিবীর এই অত্যাধুনিক আলোর রোশনাই থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু সম্ভাব্য রত্নকে খুঁজে নিয়ে প্রতিনিয়ত ঘষামাজার মধ্য দিয়ে অমূল্য রত্নে পরিণত করার লক্ষে ব্রত নিয়েছে **"আল - আরাফ মিশন"**।